# আফগান সীমান্তে পাকিস্তানের হামলায় নিহত ২৯ জঙ্গি

**ইসলামাবাদ, ২৯ জুন—** আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তে জঙ্গি ঘাঁটিতে সাঁজোয়ার স্ট্রাইক চালানোর দাবি করেছে পাকিস্তান। ইসলামাবাদের তথ্য অনুযায়ী, বিমান ও ড্রোন হামলার মাধ্যমে পাকতিয়া, পাকতিকা এবং কুনার— এই তিনটি প্রদেশে একাধিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা হয়। পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লা তারার জানান, এই অভিযানে প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী অন্তত ২৯ জন জঙ্গি নিহত হয়েছে। নিহতরা নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের সদস্য বলে দাবি করা হয়েছে।

পাকিস্তান এই অভিযানকে সাম্প্রতিক কনাট্টা হামলার প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেছে। গত শনিবার করাচিতে আধাসেনা বাহিনী পাকিস্তান রেঞ্জার্সের আঞ্চলিক সদর দপ্তরে আত্মঘাতী হামলা চালায় জঙ্গিরা।

ওই হামলায় ডিনজন সেনা নিহত হন এবং পাল্টা অভিযানে তিন হামলাকারীও নিহত হয়। এক সশস্ত্রজোন আফগান নাগরিককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানানো হয়। সেই জিজ্ঞাসাবাদের তথ্যের ভিত্তিতেই আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এই সামরিক অভিযান চালানো হয়েছে বলে দাবি করেছে ইসলামাবাদের। পাকিস্তান অভিযোগ করেছে, করাচি হামলার নেপথ্যে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)-এর সদস্যিতা রয়েছে এবং এই গোষ্ঠী আফগানিস্তান থেকে

কার্যক্রম চালাচ্ছে। ইসলামাবাদের দাবি, আফগান ভূখণ্ডে টিটিপি জঙ্গিরা ঘাঁটি গেড়ে পাকিস্তানে একাধিক হামলা চালিয়েছে এবং তাদের সরাসরি সমর্থন দিচ্ছে আফগান তালেবান প্রশাসন। যদিও কাবুল এই অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে।

অন্যদিকে, আফগানিস্তানের তালেবান সরকার পাকিস্তানের এই হামলাকে 'কাপুরুষোচিত আগ্রাসন' বলে তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। তাদের দাবি, পাকতিয়া, পাকতিকা ও কুনার অঞ্চলে চালানো এই বিমান ও ড্রোন হামলায় বহু সাধারণ মানুষ আহত হয়েছে, যার মধ্যে মহিলা ও শিশুরাও রয়েছেন। আফগান প্রশাসনের অভিযোগ, পাকিস্তান ইচ্ছাকৃতভাবে আবাসিক এলাকা, গ্রাম ও ধর্মীয় স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত গভীরের দিকে একাধিক দফায় বিমান হামলা চালানো হয়। প্রথম আঘাতের কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বিতীয় দফায় আবারও বোমাবর্ষণ করা হয়, যা উদ্ধারকাজে নামা মানুষের ওপরও প্রভাব ফেলে। ফলে হতাহতের সংখ্যা আরও বেড়ে যায় বলে দাবি করা হয়েছে।

শতাধিক মানুষ আহত অবস্থায় বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এটি একটি 'নির্ভুল গোয়েন্দা তথ্যভিত্তিক অভিযান', যেখানে কেবলমাত্র জঙ্গি ঘাঁটিকে লক্ষ্য করা হয়েছে। ইসলামাবাদ আরও দাবি করেছে যে, অভিযানে শেষ কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও প্রশিক্ষণ শিবির ধ্বংস করা হয়েছে।

# ধ্বংসস্তূপের অন্ধকারে মায়ের বেঁচে থাকার লড়াই

সৈয়দ হাসমত জালাল

ভয়াবহ ভূমিকম্পের ধাক্কায় মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে পড়ে বহুতল ভবন। চারদিকে ধুলো, চিৎকার আর মৃত্যুর আতঙ্ক। সেই বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতেই এক মায়ের বুকে আঁকড়ে থাকা ১৮ দিনের নবজাতক সন্তান হয়ে ওঠে তার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। ভেনেজুয়েলার সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে থাকা ডায়ানা পাচিনোর জীবন-মৃত্যুর লড়াই আজ এক গভীর মানবিক কাহিনি হিসেবে বিশ্বজুড়ে আলোচিত।

গত বুধবার পরপর দুটি শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে ভেনেজুয়েলা। সরকারি হিসাবে, অন্তত ১,৪৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে, এমনও নিখোঁজ হাজার হাজার মানুষ। দেশটির ইতিহাসে এটিকে সবচেয়ে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে উল্লেখ করেছেন অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট। উদ্ধারকাজ এখনও চলছে, তবে সময় যত এগোচ্ছে, ততই ম্লান হচ্ছে জীবিতদের খুঁজে পাওয়ার আশা।

এই ভয়াবহতার মধ্যেই সামনে আসে এক অলৌকিক বেঁচে থাকার গল্প। রাজধানী কারাকাসের এক ক্রিনিকে শুয়ে ডায়ানা দিকে দেখছিলেন সেই ভয়ঙ্কর সময়টাকে। ভূমিকম্পের মুহূর্তে তিনি ছিলেন লা গুয়ায়রার একটি আটতলা আবাসনের অষ্টম তলায়। রান্নাঘরে বসন খোয়ার কাজ করছিলেন, আর আচমকা ছিল তার সন্তোজাত সন্তান ছয়ান ডেভিড।

হঠাৎ মাটি কেঁপে ওঠে। প্রথমে বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দেননি তিনি। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই পরিস্থিতি বদলে যায়। ডায়ানার কথায়, সবকিছু যেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল শরীরটা যেন শূন্যে ভেসে উঠছে, তারপর হঠাৎ করেই সবকিছু ধসে পড়ল, চারদিক চেকে গেল মাটি আর ধুলোয়, আর চোখের সামনে নেমে এল ঘন অন্ধকার।

ধসে পড়া ভবনের নিচে চাপা পড়ে যান তিনি। তীব্রতের মধ্যেই সামনে আসে এক অলৌকিক বেঁচে থাকার গল্প। রাজধানী কারাকাসের এক ক্লিনিকে শুয়ে ডায়ানা দিকে দেখছিলেন সেই ভয়ঙ্কর সময়টাকে। ভূমিকম্পের মুহূর্তে তিনি ছিলেন লা গুয়ায়রার একটি আটতলা আবাসনের অষ্টম তলায়। রান্নাঘরে বসন খোয়ার কাজ করছিলেন, আর আচমকা ছিল তার সদ্যোজাত সন্তান ছয়ান ডেভিড।

হঠাৎ মাটি কেঁপে ওঠে। প্রথমে বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দেননি তিনি। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই পরিস্থিতি বদলে যায়। ডায়ানার কথায়, সবকিছু যেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল শরীরটা যেন শূন্যে ভেসে উঠছে, তারপর হঠাৎ করেই সবকিছু ধসে পড়ল, চারদিক চেকে গেল মাটি আর ধুলোয়, আর চোখের সামনে নেমে এল ঘন অন্ধকার।

ধসে পড়া ভবনের নিচে চাপা পড়ে যান তিনি। তীব্রতের মধ্যেই সামনে আসে এক অলৌকিক বেঁচে থাকার গল্প। রাজধানী কারাকাসের এক ক্লিনিকে শুয়ে ডায়ানা দিকে দেখছিলেন সেই ভয়ঙ্কর সময়টাকে। ভূমিকম্পের মুহূর্তে তিনি ছিলেন লা গুয়ায়রার একটি আটতলা আবাসনের অষ্টম তলায়। রান্নাঘরে বসন খোয়ার কাজ করছিলেন, আর আচমকা ছিল তার সদ্যোজাত সন্তান ছয়ান ডেভিড।

হঠাৎ মাটি কেঁপে ওঠে। প্রথমে বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দেননি তিনি। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই পরিস্থিতি বদলে যায়। ডায়ানার কথায়, সবকিছু যেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল শরীরটা যেন শূন্যে



ভেসে উঠছে, তারপর হঠাৎ করেই সবকিছু ধসে পড়ল, চারদিক চেকে গেল মাটি আর ধুলোয়, আর চোখের সামনে নেমে এল ঘন অন্ধকার।

ধসে পড়া ভবনের নিচে চাপা পড়ে যান তিনি। তীব্রতের মধ্যেই সামনে আসে এক অলৌকিক বেঁচে থাকার গল্প। রাজধানী কারাকাসের এক ক্লিনিকে শুয়ে ডায়ানা দিকে দেখছিলেন সেই ভয়ঙ্কর সময়টাকে। ভূমিকম্পের মুহূর্তে তিনি ছিলেন লা গুয়ায়রার একটি আটতলা আবাসনের অষ্টম তলায়। রান্নাঘরে বসন খোয়ার কাজ করছিলেন, আর আচমকা ছিল তার সদ্যোজাত সন্তান ছয়ান ডেভিড।

হঠাৎ মাটি কেঁপে ওঠে। প্রথমে বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দেননি তিনি। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই পরিস্থিতি বদলে যায়। ডায়ানার কথায়, সবকিছু যেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল শরীরটা যেন শূন্যে

অন্ধকারের মধ্যে তার একমাত্র ভরসা ছিল তার সন্তান। মাঝেমধ্যে হাত বাড়িয়ে সন্তানের মুখ ছুঁয়ে দেখছিলেন—সে ঠিক আছে কি না, নিঃশ্বাস চলছে কি না। সেই ক্ষীণ আশ্বাসই তাকে ভেঙে পড়তে দেয়নি। সন্তানের অস্তিত্ব যেন তাঁকে বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছিল, লড়াই চালিয়ে যেতেই হবে। ধ্বংসস্তূপের নিচে কাটানো সেই সময় যেন থেমে থাকা এক অনন্তকাল। শারীরিক যন্ত্রণা ছিল তীব্র, কিন্তু মানসিক শক্তিই তাঁকে টিকিয়ে রাখে। একসময় তিনি অনুভব করেন, তাঁর হাতের নিচে একটি বাইবেল রয়েছে। সেই পর্শই যেন তাঁকে নতুন করে স্থিরতা দেয়, সেখান থেকেই শুরু হয় তাঁর বেঁচে থাকার মানসিক প্রস্তুতি। অন্ধকারের মধ্যে কোথা থেকে আসা এক ফোঁটা আলো তিনি দেখতে পান—অত্যন্ত ক্ষীণ, কিন্তু তবুও দেখা যাচ্ছে আলোর রেখা। সেই আলো যেন তাঁকে মনে করিয়ে দেয়, বাইরের পৃথিবী এখনও আছে, আশা এখনও শেষ হয়ে যায়নি। অবশেষে আসে সেই মুহূর্ত, যার ফলে তার ভাগ্য ঘুরে যায়। ধ্বংসস্তূপের নিচে শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তিনি শুনতে পান পরিচিত একটি কণ্ঠস্বর—তাঁর ভাই তাঁকে খুঁজছেন। সেই শব্দই হয়ে ওঠে তাঁর কাছে বাঁচার শেষ সংকেত। সমস্ত শক্তি জড়ো করে তিনি সাড়া দেন, জানান নিজের অবস্থান। ওপাশ থেকে আশ্বাস মেলে—তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেছে, এবং তাঁকে উদ্ধার না করে কেউ ফিরবে না। সেই প্রতিশ্রুতি ডায়ানার মধ্যে নতুন করে সাহস জাগায়। এরপর শুরু হয় অত্যন্ত সতর্ক ও জটিল উদ্ধার অভিযান। অবশেষে ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে জীবিত উদ্ধার করা হয় মা ও শিশুকে। ডায়ানার দুই পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে, তবে তাঁর সন্তান তুলনামূলকভাবে অক্ষতই থাকে। এই ঘটনার সময় ডায়ানার স্বামী গার্সন বাড়ির বাইরে ছিলেন। গাড়ি পার্ক করার পরই ভূমিকম্প শুরু হয়। তিনি কোনোমতে একটি দেয়াল টপকে নিজের প্রাণ বাঁচান। পরে ছেড়ে পড়া বাড়ির দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হয়েছিল—সব শেষ।

কিন্তু বাস্তব ছিল অন্যরকম। উদ্ধার অভিযানের সেই মুহূর্ত তাঁর কাছে জীবনের এক নতুন সূচনা। একটি ভিডিওতে দেখা যায়, সন্তানকে বুকে জড়িয়ে তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছেন, অতল আবেগে ভেঙে পড়া এক মানুষ। গার্সনের কথায়, তিনি তখন প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন যে, স্ত্রী ও সন্তান আর বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁদের জীবিত ফিরে পাওয়ার সেই মুহূর্তে তাঁর মনে হয়েছিল, যেন নতুন করে জীবন ফিরে পেয়েছেন।

এই পরিবারটির প্রায় সবকিছুই ধ্বংস হয়ে গেছে—বাড়ি, সম্পদ, এমনকি তাঁদের প্রিয় পোষ্য কুকুরটিও এখনও নিখোঁজ। তবুও তাঁরা ভেঙে পড়েননি। গার্সন বলেন, সব হারিয়েও তাঁরা বেঁচে আছেন, আর সেই বেঁচে থাকাটিই নতুন করে শুরু করার শক্তি জোগাচ্ছে। শূন্য থেকে আবার গড়ে তোলার সংকল্প নিয়েছেন তাঁরা।

ডায়ানা ও তাঁর সন্তানের এই কাহিনি শুধু এক অলৌকিক উদ্ধার নয়, এটি মানুষের অদম্য ইচ্ছাশক্তির প্রতীক। ধ্বংসস্তূপের অন্ধকারে এক মায়ের ভালোবাসা কীভাবে জীবনকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারে, তারই এক উজ্জ্বল উদাহরণ এই ঘটনা। ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যেও এই গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয়—আশা কখনও দিতে যায় না। কখনও কখনও সেই আশার উৎস হয়ে ওঠে এক নবজাতকের নিঃশ্বাস, এক মায়ের স্পর্শ।

পাঞ্জাব নেশনাল বাঁকে pnb punjab national bank
(সাবেক সরকার দ্বারা উদ্যোগ) (Govt. Of India Undertaking)
সার্কল অফিস এসএমএস, কলকাতা সাউথ, ইউনাইটেড ট্যাওয়ার (১০ম তল) ১১, হেস্টিংস ব্যুয় সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০১
ই-মেল : cokolsouthsam@pnb.bank.in
স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ তফসিল সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ (৬)-এর প্রদত্ত সংস্থানের অধীনে স্থাবর সম্পদসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রির বিজ্ঞপ্তি। অনলাইনবাবে এবং বিশেষ করে অস্থাবরীয় বস্তু এবং ব্যাবাতাত্ত্ব বস্তু এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হচ্ছে যে সিকিওরড ক্রেডিটরের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যা ব্যাঙ্ক/সিকিওরড ক্রেডিটরের অনুমোদিত অফিসারের হাতে গচ্ছিমুক্তর / বাস্তব / প্রকীকী অধিগ্রহণ করা হয়েছে, সেটি স্থাবরীয়ভাবে এবং এতে বর্তমান/সিকিওরড ক্রেডিটরের পাওনাদারের কাছে দায়বাবের জন্য, নিম্নে সাকার্টে উল্লিখিত ব্যক্তিকে "সেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা কিছু আছে" এবং "যা কিছু যেমনভাবে আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহের প্রেক্ষিতে নিম্নের সারণীতে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়নামূল্য জমা উল্লেখ করা আছে।

সিকিওরড অ্যাসেটসমূহের শিডিউল

| ক্রম নং | শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম / অথরাইজার / গ্যারান্টারগণের অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা | বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তিসমূহের বিবরণ / মালিকের নাম (সম্পত্তির সমূহের) বন্ধকদাতাগণ) পাটাদি, লগ্ন | ক) ডিমাণ্ড নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) অধিগ্রহণের তারিখ ঘ) সাংকেতিক কব্জা | ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি-র শেষ তারিখ) গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সাংকেতিক তারিখ / সময় ঙ) ডিলিং অফিসারের নাম |
|---|---|---|---|---|
| ১. | **শাখা : সরষমা কলেজ (১৯৯২২০)**<br>**শ্রী চিত্তজীত মাইতি ও শ্রীমতী অমৃতা পাল প্রাইভি**<br>৭৬৫, খাল মহম্মদ রোড, সরাসনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০০৬১<br>**অ্যাকাউন্ট নং : ১৪৯২৩০০৫২০০১২ ও অন্যান্য**<br>**প্রপ. অফিডি : PUNBCHIRANJITM** | সেক্ষ-কন্টেন্ড অ্যাসিক্ষ ফ্ল্যাটটি সমেত আশ, নীলশিখা অপার্টমেন্ট নামে পরিচিত তিনতলা বিল্ডিংয়ের উত্তর-পশ্চিম-অঞ্চল দিকে স্থিতিত ভাবে, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৪০২ বর্গফুট যাতে রয়েছে : (১) বেডরুম, ১ (এক) কিচেন, ১ (এক) ড্রয়িংরুম, তৎসহ একটি বিল্ডিংয়ের নিচের জমির অবিভক্ত অংশ পরিচিত অংশ তত্সমেত কমন ফেসিলিটিস, যেখানে স্থিত প্রমিসেস নং ৬৬৩, খাল মহম্মদ রোড, পদ্মশ্রী পার্ক, থানা - টাংড়াপুকুর এবং সাউথ, কলকাতা-৭০০০৬১, জেএলটি-র ১২৬ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **শ্রী চিত্তজীত মাইতি এবং শ্রীমতী অমৃতা পাল মাইতির নামে,** যা অনুযায়ী ডিড নং আর্থাই -৭৭১১ সাল ইয়ার ২০১৯। **অবস্থান ঃ লাগ্নি ঃ ২২.৪৬৮০১, লগ্ন ঃ ৮৮.৯৯৯৯** | ক) ১৫.১১.২০২১<br>খ) ১২,৮৮,৯৬৮.৩৯ টাকা<br>(যা তারিখে ৩০.০৪.২০২২, এবং পুনরায় হার সুদ ও চার্জসহ)<br>গ) ১৫.০৬.২০২৬<br>ঘ) সাংকেতিক কব্জা নিয়েছি | ক) ১৪,০০,০০০ টাকা<br>খ) ১,৫৭,০০০ টাকা<br>(১৭.০৭.২০২৬)<br>গ) ১৫,০০০ টাকা<br>ঘ) ১৭.০৭.২০২৬<br>বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা<br>ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে জ্ঞাত নয় |
| ২. | **শাখা : নালিপুর রেকমা (১৪১৭০০)**<br>**শ্রি. প্রদীপ কুমার সাউ**<br>১২৪/৩বি, ডিলিপ্পজ রোড, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০ ০৭২ এবং ১০/১, রাধানা মুখার্জি রোড, কলকাতা ৭০০ ০৬১<br>**কার্যিক চক্ষু আইসার (গ্যারান্টার)**<br>১০৬, টেগার রোড, পোস্ট-কীয়ারাগাড়া-৭৩৬১৫৫<br>**অ্যাকাউন্ট নং : ১৪১২০০৬৮৮১০০০৪১৩১**<br>**প্রপ. অফিডি : PUNBPRADIPKSHAW** | সুনীল অ্যাপার্টমেন্ট নামক হি-৩ অবস্থিতিটি বিল্ডিংয়ের ভূতীয় তলের ফ্ল্যাট নম্বর ৯-এর সমেত আশ, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার পরিমাণ কমবেশি ৮০০ বর্গফুট যাতে রয়েছে (দুই) বেডরুম, ১ (এক) ড্রাইনিং রুম, ১ (এক) কিচেন, ১ (দুই) টয়েলেট, ১ (এক) ব্যালকনি, তৎসহ একমাত্র বিল্ডিংটি যে জমিতে গঠিত করা হয়েছে তার অনুপাতিক অংশ থাং -পিকাংশ প্রায় ৬ কাঠা ১০ ছটাক যা শ্বাবিত চৌহদ্দি নং ১ থেকে ৯, ৯, ৮ থেকে ১০, ১২ থেকে ১৬, ৫, যেএলটি নং ১৯, মাত্র এক হাজার ৯৮৭ ১১৭ সাল হয় ৩৩৯, যেখানে স্থিত এবং রয়েছে ১৩/১, রাধানা মুখার্জি রোড, থানা-সরতলা (পূর্বতন টাংড়াপুকুর), কলকাতা-৭০০ ০৬২, **শ্রী এশীশ মুখার্জি সাউ-এর** নামে যা অনুযায়ী ডিড নং ৩১৪৭ মাস ২০০৪। **অবস্থান ঃ লাগ্নি ঃ ৩.৭৭৬৬১৬, লগ্ন ঃ ৮৮.৯০০১১১** | ক) ১৫.১১.২০২১<br>খ) ৩৯,৭৭৩ টাকা<br>(যা তারিখে ৩০.০৪.২০২২ এবং পুনরায় হার সুদ ও চার্জসহ)<br>গ) ১৫.০৬.২০২৬<br>ঘ) সাংকেতিক কব্জা নিয়েছি | ক) ১৪,০০,০০০ টাকা<br>খ) ১,৪০,০০০ টাকা<br>(১৭.০৭.২০২৬)<br>গ) ১৪,০০০ টাকা<br>ঘ) ১৭.০৭.২০২৬<br>বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা<br>ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে জ্ঞাত নয় |
| ৩. | **শাখা : নালিপুর (১৯৪৯১০)**<br>**প্রভাত কুমার ও সুনিতা মণ্ডল**<br>পিতা নীরোদরঞ্জন মণ্ডল, আনিয়া শ্যামনগর মুরারাই-১, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ এবং গ্যারান্টারগণ/ক্রেতা আনিয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩০০৫<br>**অ্যাকাউন্ট ঃ ০১৯৪৩০০০৬৮৭৪৫**<br>**প্রপ. অফিডি : PUNBPROVATM01** | জিমন আসাজিক বিল্ডিং সমেত ১৩ (তেরিয়েজন ফ্লিয়াশের অবিভক্ত সম্পূর্ণ ৪ অংশের আশ, যেখানে স্থিত মৌজা-শ্যামপুর, গ্রাম ও পোঃ-আনিয়া, জেএল-৪৩, আরএস খতিয়ান নং ৮৭৮, এলাকার খতিয়াং ৩৩৪৭, আরএস এবং এলাকার নাগ নং ৯২৮৭ ও ৪২৮৮, রাষ্ট্রয়া সাউথ গ্রাম পঞ্চায়েতের আঁশেক্রান্ত, থানা-মুরারাইয়ী জেলা-২৪ পরগনা দক্ষিণ-৭৪৩০৩৫ যা অনযিট্য সেন ডিড নং আর্থি-৩৫৭৪৭৪৩ ইয়ার ২০১২ এডিএসআরে সাবরেজিস্ট্রি, যিনি যাকে **শ্রী প্রভাতকুমার ও সুনিতা মণ্ডল,** পিতা মীরোদ বরণ মণ্ডল যার চারদিকের পরিমীমা নিম্নরূপ : উত্তরে— ১০ ফুট পাকাতাকের রোড, পশ্চিমে—জমাদের ৩৯৩৩৭৩, পূর্বে—থানাইয়ান বিশ্বাস, পশ্চিমে ১০ ফুট পাকাতাকের রোড। **অবস্থান ঃ লাগ্নি ঃ ২২.১৯০০৯, লগ্ন ঃ ৮৮.৩৭৪৫১৯** | ক) ০৬.১১.২০২১<br>খ) ১৬,৬৪,৫৭৭.৩৫ টাকা, যা তারিখে ৩১.১০.২০২৩ + ৮ শতাংশ বার্ষিক সুদ ও চার্জসহ।<br>গ) ১৬.০৪.২০২৫<br>ঘ) ১৭.০৭.২০২৬<br>বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা | ক) ৬৬,০০,০০০ টাকা<br>খ) ১,৪০,৭০০ টাকা<br>(১৭.০৭.২০২৬)<br>গ) ১০,০০০ টাকা<br>ঘ) ১৭.০৭.২০২৬<br>বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা<br>ঙ) বেহি, ব্যাঙ্কের কাছে জ্ঞাত নয় |
| ১০. | **শাখা : মুরুকপুর (২২১২২০)**<br>**সুমন্ত নস্কর এবং মাঝোন নস্কর**<br>ই/৩, ইন্দ্রা রাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, সংস্তোষপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০ ০৭৫<br>**অ্যাকাউন্ট ঃ ২২২৩০০৫০০০০০৬**<br>**প্রপ. অফিডি : PUNDMRINMAYN** | ফ্ল্যাটের (দক্ষিণ পূর্ব দিকে) ইন্ডাস্ট্রিয়েল মর্টগেজ, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৫৪০ বর্গফুট, যাতে রয়েছে ১ বেডরুম, ১ ড্রইং কাম ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ বিল্ডিংয়ের এলাকায় সাধারণ ব্যবহার / বাস্তব / প্রকীকী অবিভক্ত অংশে তার পরিমাণ কমবেশি মাত্র ৯ ফাঠা ১ ছটাক ২৭ বর্গফুট সেখানে স্থিত এবং রয়েছে দক্ষিণ পূর্ব দিকে যার চৌহদ্দি নং ১৪৮১, মুরুকপুর, নাসপাড়া হিমেন্দ্রাজ যার থানীন মৌজা-মুরুকপুর, জেএল নং ৪৬, তৌজি নং ১৫৯, আরএস নং ২২, এলাকায় খতিয়াং নং ৬০, এলাকায় ছট নং ১৮/১২১, থানা নারেন্দ্রপুর (পূর্বে থানাবারুপুর) যার অধীনে মৌজার ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা কলকাতা ৭০০৫৫১ সম্পত্তির মালিকানায় **মি. মুরুক নস্কর** যা অনুযায়ী ডিড নং আর্থি-২৩৬৩-৩৩৮২ ভালিগ ২৪.১১.২০১৮ থেকাঁন রেজিস্ট্রার ডিএসআর-৪ দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **অবস্থান ঃ লাগ্নি ঃ ১১ ২৯০৮৬০০, লগ্ন ঃ ৮৮ ৯১১৪০০** | ক) ২১.০৭.২০২৪<br>খ) ১৬,৯৭,৩৪৯.০০ টাকা, যা তারিখে ৩১.০৫.২০২৩ + পুনরায় হার সুদ ও চার্জসহ।<br>গ) ১৫.০৬.২০২৬<br>ঘ) সাংকেতিক কব্জা নিয়েছি | ক) ১০,২৫,০০০ টাকা<br>খ) ১,০২,০০০ টাকা<br>(১৭.০৭.২০২৬)<br>গ) ১০,০০০ টাকা<br>ঘ) ১৭.০৭.২০২৬<br>বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা<br>ঙ) বেহি, ব্যাঙ্কের কাছে জ্ঞাত নয় |
| ১১. | **শাখা : গড়িয়া স্টেশন রোড (০৬৬৪২০)**<br>**সমস্ত দত্তা ও রাধারানী গণ্ডা**<br>এম-২৩১ বৈকেবগোটা গার্ডেন টাউনশিপ, গড়ানগড়া, থানা-গড়িয়া, কলকাতা-৭০০০৯৪<br>**অ্যাকাউন্ট নং : ০৬৬৪৩০০০০০০০৯৬**<br>**ও অন্য**<br>**প্রপ. অফিডি : PUNBMANASPANDA** | একটি সেক্ষ-কন্টেন্ড সম্পূর্ণ তৈরি মার্কেল ফ্লোরে আবাসিক ফ্ল্যাট নং ১-এ-২ ইন্ডাস্ট্রিয়েল মর্টগেজ যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার পরিমাণ কমবেশি প্রায় ৬০০ বর্গফুট যাতে রয়েছে এক বেডরুম ও কিচেন কাম ডাইনিং এবং এক টয়লেট, **পরিচিতির** বাস্তবে প্রকৃত জমির বিল্ডিংয়ের একাংশের ভিত্তিক, যেখানে স্থিত হোল্ডিং নং ৫৩ উত্তর পূর্ব ফর্মাবাস, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ওয়ার্ড নং ২৮-এর অধীনে, দক্ষিণ পূর্ব ফর্মাবাস, মৌজা-বরাহনকর্মাবাস, থানা-নারেন্দ্রপুর, জেএল নং ৪৭, তৌজি নং ১৫৯, যা সাবলিজ আরএসএ নাগ নং ৩৪১১, যার অধীনে সাবরেজ খতিয়াং নং ১৬০, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা দক্ষিণ, কলকাতা-৭০০০৮৫। **মি. মনস পন্ডা এবং মিসেস রাধারানী** পন্ডার নামে সম্পত্তির যা অনুযায়ী ডিড নং আর্থি-১৮২৯০৫২২২ তারিখ ২৩.১০.২০২১। **অবস্থান ঃ লাগ্নি ঃ ২২.৯৬০৫৭, লগ্ন ঃ ৮৮.৩৯৭৩** | ক) ২১.০৮.২০২৩<br>খ) ২,২৬,৪৫.১১ টাকা যা তারিখে ৩১.০৫.২০২৩ এবং পুনরায় হার সুদ ও চার্জসহ।<br>গ) ১১.১১.২০২৩<br>ঘ) ১৭.০৭.২০২৬<br>বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা | ক) ২১,৯৭,০০০ টাকা<br>খ) ২,১৯,৭০০ টাকা<br>(১৭.০৭.২০২৬)<br>গ) ২৫,০০০ টাকা<br>ঘ) ১৭.০৭.২০২৬<br>বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা<br>ঙ) বেহি, ব্যাঙ্কের কাছে জ্ঞাত নয় |
| ১২. | **শাখা : নরকলা (১৩৬০০৬)**<br>**মেসার্স শঙ্কর স্টোর**<br>স্বত্বাধিকারী : শঙ্কর কুমার পাল<br>বজবজতলা ও গ্যারান্টার : কমলা পাল ২১৯, সাজনা মোর রোড, সাজনা, কলকাতা-৭০০ ০৬১, পশ্চিমবঙ্গ<br>**অ্যাকাউন্ট ঃ ০৩৩৩২১০০০৬৪৩৪**<br>**প্রপ. অফিডি : PUNBSANKARSTORE** | কমবেশি ৩ কাঠা ৫ ছটাক পরিমাণের জমি তত্সমেত দোকান/দর দোঁড় ফ্ল্যাটের বিল্ডিংয়ের সম্পূর্ণ ও অবিভক্ত অংশ, যেখানে স্থিত এবং রয়েছে মৌজা সরতলা, জেএল নং ১৭, খতিয়ান নং ৭৩৬, ১১৬৬৪, দাগ নং ১০৫১, কলকাতা পৌরসংস্থার সীমার অন্তর্গত, প্রমিসেস নং ৬৮, রশিক্ত পাড়া রোড, মন্দিরতলা, থানা - সরতলা, ওয়ার্ড নং ১২৭, কলকাতা-৭০০ ০৬১, বিহঃ ডিড নং আর্থি-২৮৭৫ তারিখ ০৯.১১.১৯৯৯, বুক নং ১, ভলুম নং ৭৮, পৃষ্ঠা ১৫৭-১৫৯। **সম্পত্তির মালিকানায় মিসেস কমলা পাল,** স্বামী স্বত্বাধিকার পাল। **অবস্থান ঃ লাগ্নি ঃ ২২.৭৭৫৮১, লগ্ন ঃ ৮৮.২৬৭৬২** | ক) ১৭.০৮.২০২৩<br>খ) ২,২৬,৯০০.১১ টাকা যা তারিখে ৩১.০৫.২০২৩ এবং পুনরায় হার সুদ ও চার্জসহ।<br>গ) ১১.১১.২০২৩<br>ঘ) ১৭.০৭.২০২৬<br>বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা | ক) ২৫,৮৭,০০০ টাকা<br>খ) ২,৯৪,৭০০ টাকা<br>(১৭.০৭.২০২৬)<br>গ) ২৫,০০০ টাকা<br>ঘ) ১৭.০৭.২০২৬<br>বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা<br>ঙ) বেহি, ব্যাঙ্কের কাছে জ্ঞাত নয় |
| ১৩. | **শাখা : সাতগাছিয়া (১৩৮০০৬)**<br>**সকীণ লাল ও প্রভাত বীণা লাল**<br>(আইনি উত্তরাধিকারী **মি. সকীণ লাল** এবং **মিস ঈশিকা লাল**)<br>১৩৮/৫, বারাইপাড়া লেন, থানা